20 MAY 2010

তারিখ 20 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

সমকাল | ২০

৩১ মে ছাড় না করলে ফেরত যাবে এমপিওর টাকা

■ সমকাল প্রতিবেদক

আগামী ৩১ মের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় করাতে না পারলে চলতি অর্থবছরে এমপিও খাতে বরাদ্দ দেওয়া ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত চলে যাবে। ফলে দেশের প্রায় ১৩ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। এ কারণে আগামী ২৫ মের মধ্যে নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে নতুন এমপিও নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হবে। সভা থেকে দ্রুততম সময়ে নতুন এমপিও প্রদানের কৌশল নিয়ে

আজ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনা হবে

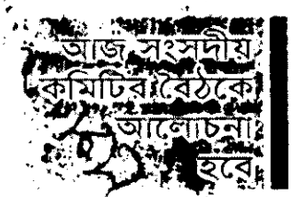

মন্ত্রণালয়কে জরুরি পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।

চলতি অর্থবছরের আর মাত্র দেড় মাস বাকি। এর মধ্যে নতুন এমপিও দেওয়া শুরু না করলে এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া সম্পূর্ণ টাকা সরকারের ঘরে ফেরত চলে যাবে। এ অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করা দেশের ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

➤ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

৩১ মে ছাড় না করলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী। আগামী ৩১ মের মধ্যে নতুন এমপিও পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরসহ প্রতিবেদন মহাপরিচালকের কার্যালয়ে (এজি) জমা দিতে হবে। তার আগেই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে টাকা ছাড় করতে হবে। সময়মতো টাকা ছাড় না করলে চলতি অর্থবছরে শিক্ষকদের এমপিওর টাকা পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকছে না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেছেন, 'চলতি মাসের মধ্যে এমপিও সংক্রান্ত পুরো কাজ শেষ করতে না পারলে ১৩ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষক চলতি অর্থবছরে এ টাকা পাবেন না। তাই সাত দিনের মধ্যে এমপিও সংক্রান্ত পুরো কাজ শেষ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ নতুন এমপিওভুক্তির কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি গত ৬ মে এমপিও পাওয়া প্রতিটি স্কুলের কেস টু কেস নথি বিশ্লেষণ করছেন। যোগাযোগ করা হলে উপদেষ্টা জানান, 'এমপিও নিয়ে কোনো বিলম্ব হবে না। তবে যে কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাত মাসে করতে পারেনি, তা আমাকে সাত দিনে করতে বলাটা সমীচীন নয়।' অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, নীতিমালা প্রণয়নে বিলম্বের কারণে এমপিও দিতে দেরি হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য উপদেষ্টাকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। তিনি এ কাজ করতে সাত মাস ১৮ দিন সময় নেন।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসারেই নতুন এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, দেশের যেসব উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা অনুযায়ী সমসংখ্যক প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে এমপিওভুক্ত করা আছে, সেসব উপজেলায় নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আপাতত এমপিওভুক্ত করার দরকার নেই। গত সরকারের আমলে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে ফলাফলে কম কৃতিত্বধারী যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেওয়া হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কম পারফরম্যান্সধারী প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও দেওয়ার কথাও এতে বলা হয়েছে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় প্রাপ্যতা থাকা সত্ত্বেও গত সরকারের সময় কম প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য এসব এলাকায় এ বছর এমপিও দিয়ে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এছাড়া যেসব এলাকায় প্রাপ্যতা নেই, সেসব এলাকায় আপাতত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না করে বরং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই নির্দেশনায়।